চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৫.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চসিকের স্কুল শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য কার্ডের আওতায় শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বাস্থ্য ক্যাম্প।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন এর নির্দেশনায় চালু হওয়া 'স্কুল শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য কার্ড' এর আওতায় গত ১৫/০৯/২০২৫ তারিখে পাঁচলাইশ সিটি কর্পোরেশন কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০:৩০ টা হতে অনুষ্ঠিত উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সকল স্কুল শিক্ষার্থীকে চিকিৎসাসেবা প্রদানের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে চসিক স্কুল হেল্থ কার্ড সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির উপদেষ্টা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'শিশু বিশ্ব' এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ প্রণব কুমার চৌধুরী, চসিক স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ হোসনে আরা বেগম, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ রফিক, ডাঃ ফারুখ আহম্মেদ, ডাঃ নিবেদিতা দেবীসহ চসিক স্বাস্থ্য বিভাগের একটি প্রশিক্ষিত চিকিৎসক দল শিক্ষার্থীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। এ সময় চসিক প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, পাঁচলাইশ সিটি কর্পোরেশন কিন্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষ জনাব আফরোজা ইয়াসমিন, স্কুল হেল্থ টিম ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, চসিক মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন এর উদ্যোগে দেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্কুলগুলোতে 'স্কুল শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য কার্ড' কার্যক্রমটি গত ২১ মে ২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে চসিকের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা চালু করা হচ্ছে।

সড়ক ও ফুটপাত দখল করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
চট্টগ্রাম মেডিকেল এলাকায় ৩০ টি দোকান উচ্ছেদ

নগরীর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা ও কে বি ফজলুল কাদের রোডে অবৈধ ভাবে ফুটপাত দখল করে দোকান ও ভ্যানগাড়ি বসিয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন চসিকের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা।অভিযানে রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে অবৈধ ভাবে দোকান বসিয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করায় ৩০ টির অধিক অস্থায়ী দোকান ও ভ্যানগাড়ি উচ্ছেদ করা হয়।

পরিবেশ দূষণরোধে প্লাস্টিক বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

পরিবেশ দূষণরোধে প্লাস্টিক বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।সোমবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সম্মেলন কক্ষে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (সিসিসি), দ্য কোকা-কোলা ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় আয়োজিত চট্টগ্রামে প্লাস্টিকস সার্কুলারিটি প্রকল্পের উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামকে আমি ক্লিন, গ্রীন, হেলদি সিটি হিসেবে গড়তে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে পরিবেশ দূষণরোধে প্লাস্টিক বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে। এই সভার মাধ্যমে স্থানীয় অংশীদারদের নিয়ে সমন্বিত কার্যক্রমের সূচনা হলো, যার লক্ষ্য প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং পরিবেশে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রবাহ কমানো। একই সঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীদের—বিশেষ করে নারী কর্মীদের —জীবিকা ও কর্মপরিবেশ উন্নত করাও এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য। এই সভায় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সরকারি সংস্থা, বেসরকারি খাত, নারীর অধিকার সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীদের সংগঠন এবং উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৮ লাখ টনের বেশি প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়। এর মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য কর্ণফুলী নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশে পরিবেশ, মাছের ভান্ডার এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করে। এই প্রেক্ষাপটে প্লাস্টিকস সার্কুলারিটি প্রকল্প চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং টাঙ্গাইলে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো ১৫ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার করা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রায় ২ হাজার কর্মীকে সহায়তা প্রদান, যার মধ্যে প্রায় ৬০০ জন নারী। এই

উদ্যোগের অন্যতম ভিত্তি হলো ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষ বর্জ্য আলাদা করা ও পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নত করতে, বিশেষ করে নারী কর্মীদের জন্য এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা গড়ে তুলতে, যাতে তারা পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি করতে পারে সেজন্য একসাথে কাজ করবে। এছাড়া, এই প্রকল্প গণসচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচারণা, কর্মশালা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক কার্যক্রম আয়োজন করবে। প্লাস্টিক যেন বর্জ্য হয়ে না থেকে নতুন সম্পদে পরিণত হয়, তার জন্য বাজার ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাধান উদ্ভাবন করবে। চসিক সচিব আশরাফুল আমিন বলেন, আজকের এই উদ্বোধনী সভা চট্টগ্রামে প্লাস্টিক বর্জ্য মোকাবেলায় আমাদের যৌথ যাত্রার শুরু। আমাদের নদী, সাগর এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে আমরা একসাথে কাজ শুরু করেছি। ইউএনডিপি বাংলাদেশের সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি সর্দার এম. আসাদুজ্জামান বলেন, প্লাস্টিককে আর বর্জ্য হিসেবে দেখা যাবে না, বরং এতে রয়েছে সম্পদে রূপান্তরের সুযোগ। একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চট্টগ্রাম গড়তে সিটি কর্পোরেশন এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশ, স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে একসাথে কাজ করবে। এই প্রকল্প প্রমাণ করবে যে অংশীদারিত্ব ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্যকে অর্থনৈতিক সুযোগে রূপান্তর করা সম্ভব। এই উদ্বোধনী সভা চট্টগ্রামকে টেকসই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি মডেল শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপের ভিত্তি তৈরি করেছে। প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারভিত্তিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় অংশীদারিত্ব, নারী-সংবেদনশীল নীতি এবং সবুজ উদ্যোগে বিনিয়োগ অপরিহার্য। ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, পরিবেশ রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং টেকসই ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে, তারা অংশীদারদের সঙ্গে যুগপৎভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মাসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, “চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারি-বেসরকারি সব সংস্থাকে একযোগে কাজ করতে হবে। দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এ নগরী। তাই পরিকল্পিত উদ্যোগ, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও উদ্যোক্তাদের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া চট্টগ্রামকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।”

তিনি বলেন, চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রবন্দর ও প্রাকৃতিক সম্পদ এই নগরীকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করেছে। তবে সমন্বিত প্রচেষ্টা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়া এই সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাবে না। সোমবার (১৫ই সেপ্টেম্বর) নগরীর কাজীর দেউরীস্থ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে “এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বাংলাদেশ ২০২৫”-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম বক্কর। সভাপতিত্ব করেন মিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইসহাক মিয়া। মেলা আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মেলা আয়োজন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ১৮ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বাংলাদেশ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে বাংলাদেশসহ পাকিস্তান, ভারত, থাইল্যান্ড, চীন ও ইরানসহ বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীরা অংশ নিয়েছেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মো. ইসহাক মিয়া , মো. তানভীর আহমেদ, মো. ইসহাক মিয়া ,মো. শহীদুল ইসলাম।

আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় সন্ধ্যা ৬টার আগে ব্যবসা করতে পারবেন না হকাররা: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় সন্ধ্যা ৬টার আগে কোনো হকার বা সদৃশ দোকানি ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না। সোমবার বিকেলে আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা পরিদর্শনকালে মেয়র এ নির্দেশনা দেন এবং নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে কঠোর তৎপর থাকতে বলেন। মেয়র বলেন, “আগ্রাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা। এই এলাকার শৃঙ্খলার সাথে দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেন জড়িত। এখানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসে। অবৈধ হকারদের কারণে এখানে ট্রাফিক শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। তাই নির্ধারিত সময় এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকাটাই মূল উদ্দেশ্য। খাবারের দোকানসমূহকে আমরা সন্ধ্যা শুরু হওয়ার আগে সাড়ে পাঁচটা/পাঁচটা থেকে বসার সুযোগ দিচ্ছি যাতে অফিস ফেরত জনগণ সহজে খাবার খেয়ে যেতে পারে, কিন্তু খাবার ছাড়া অন্য কোনো দোকান-হকারকে সন্ধ্যা ছয়টার আগে বসতে দেওয়া হবে না। যারা নিয়ম ভঙ্গ করবে, তাদের বিরুদ্ধে জেল-জরিমানা পর্যন্ত কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।” তিনি আরও বলেন, “এখানে কোনো পারমানেন্ট স্ট্রাকচার গঠন করা যাবে না। চাইলে চাকাযুক্ত চাকা সম্বলিত গাড়ি নিয়ে ব্যবসা করা যাবে, কিন্তু অবৈধভাবে রাস্তা-ফুটপাথ দখল করে স্থায়ী অবকাঠামো বা অস্থায়ী কংক্রিট ঘর নির্মাণ আমরা সহ্য করব না। প্রয়োজনে আমরা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে বসে ব্যবসা-জায়গাগুলো নানাভাবে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর উদ্যোগ নেব।”তিনি আরো বলেন, আমাদের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটরা নিয়মিতভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন; পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের সদস্যরাও নিয়মিত তদারকি করবেন। আমাদের অভিযান আজকের জন্য নয় — এটি চলমান থাকবে এবং আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা বাস্তবায়ন করব।” এসময় উপস্থিত ছিলেন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সোয়েব উদ্দিন খান, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা রক্তিম চৌধুরী ,অভিষেক দাশ,, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ), বিএনপি নেতা শেখ ইয়াসিন নওশাদ, সেলিম খান,আবদুর রহমান প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮